গ. সর্বদা পালনীয় এবং নিম্নরূপ ঘোষণা দেয়া হলো যে :

১। উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ডিজিটাল সেন্টারের আদলে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই চেয়ারম্যান ও উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হবে।

২। দুই টি অবিকল সেটে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়ে জারী হলো - যার একটি করে অনুলিপি পক্ষদ্বয়ের নিকট থাকবে;

৩। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এই চুক্তি বলবৎ হবে।

৪। কোন কারনে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা যদি ইউনিয়ন পরিষদের পরিচালনা কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের হস্তক্ষেপে নিষ্পত্তি না হয় তাহলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হবে।

ঘ. দৈব দুর্ঘটনা:

কোন দৈব কারণে এই চুক্তি বা চুক্তির কোন অংশ যদি পালন করা না যায় তবে সে ক্ষেত্রে কোন পক্ষকে দায়ী করা যাবে না এবং সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এই চুক্তি পরিচালিত হবে।

ঙ. বাতিল:

নিম্নোক্ত কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ সম্মত হয়ে অথবা যে কোন এক পক্ষ এই চুক্তি বাতিল করতে পারবেন:

১। উদ্যোক্তার কার্যক্রম যথাযথ ও সন্তোষজনক না হইলে, অর্থাৎ উদ্যোক্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার লিখিত অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ ৯০ দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক চুক্তি বাতিল করতে পারবেন;

২। উদ্যোক্তা যদি একক সিদ্ধান্তে কেন্দ্রটি গুটিয়ে নেয়, সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ও উদ্যোক্তার আনা উপকরণ একে অপরকে হস্তান্তর করবেন। নতুন উদ্যোক্তা যুক্ত করা বা নিয়োগ করার অপশন।

৩। যে কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত ভংগ করলে অন্য পক্ষ তা সংশোধনের জন্য ২ মাসের নোটিশ/ঘোষণা দেয়ার পরও উক্ত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ও সংশোধীত না হয় তাহলে চুক্তির এক পক্ষ অন্য পক্ষকে চুক্তি বাতিলের জন্য ১ মাসের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারবে;

৪। দৈব দুর্বিপাকের কারণে;

৫। যে কোন এক পক্ষ যদি কেন্দ্র পরিচালনায় অনিচ্ছুক হয় তবে ৯০ দিনের আগাম নোটিশ প্রদান পূর্বক।

৬। চুক্তি বাতিল কিংবা নবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার লিখিত সম্মতি নিতে হবে।